দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 25 JUN 1994
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

শিক্ষকদের কল্যাণে ব্যবস্থা

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বেসরকারী স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের মূল বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ সরকারী অনুদান হিসাবে দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। বর্তমানে এই অনুদান ৭০ শতাংশ। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারী থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে। এ ছাড়া ১৯৯৪ সালের জুলাই থেকে শিক্ষকদের একটি টাইম স্কেলও দেয়া একই সময় থেকে শিক্ষকদের চিকিৎসাভাতা ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০ টাকা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী গত বৃহস্পতিবার শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনাকালে এই ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষক লিয়াজোঁ কমিটি এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (আশরাফ-নজরুল) নেতৃবৃন্দের বৈঠকের পর তারা তাদের ধর্মঘট ও অন্যান্য কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে পুনরায় ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, তাদের ধর্মঘটের ফলে ছাত্রছাত্রীদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে দেয়ার জন্য তারা অতিরিক্ত ক্লাস নেবেন।

বর্তমান সরকার শিক্ষার বিস্তার এবং শিক্ষা উন্নয়নের জন্য প্রথম থেকেই কাজ করে যাচ্ছেন। বিগত চার বছরের বাজেটেও শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সব চেয়ে বেশী। তাছাড়া বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষকসমাজকে সর্বদা সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়ে আসছেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আশ্বাস দিয়েছেন যে তাদের কল্যাণে সরকার সম্ভাব্য সব কিছু করবে। তিনি বলেন, শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্ক নিবিড়। সরকার শিক্ষা বিস্তারের যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তা বাস্তবায়নে শিক্ষকদের সহযোগিতা অপরিহার্য। আর এসব কর্মসূচী সফল হলে, তার কৃতিত্ব শিক্ষকসমাজের ওপরই বর্তাবে।

একথা অস্বীকার করবেন না যে এ দেশের শিক্ষকসমাজই জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের কালোপযোগী নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তাদের শ্রম নিষ্ঠা মেধা আন্তরিক প্রয়াসের ওপরই জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণ প্রক্রিয়া বহুলাংশে নির্ভরশীল। এই সমাজের শীর্ষে আজ যাদের অবস্থান, এই সমাজে আজ যারা নীতি-নির্ধারক, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যেসব ব্যক্তিদের নিয়ে আমরা অহঙ্কার করতে পারি, তাদের গড়ে ওঠার পেছনেও আছে শিক্ষকসমাজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। ফলে সামাজিক অগ্রগতির পথ সুগম হয়েছে।

এই শিক্ষকসমাজকে সর্বাধিক অর্থনৈতিক সুবিধা দিলে ছাত্র-অভিভাবক-সমাজপতি-শিক্ষক সকল মহলই নিঃসন্দেহে খুশী হবেন। কিন্তু এখানেও দেশের সীমিত অর্থনৈতিক সাধ্যের কথাও মনে রাখতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষকসমাজও এ সত্য উপলব্ধি করেন।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ শিক্ষকরা শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করেন না। কিন্তু কখনও কখনও তারা সংকীর্ণ রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধির শিকার হয়ে পড়েন। এ মাসের প্রথমার্ধে ঢাকায় শিক্ষকদের মহাঅবস্থান নিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের অপপ্রয়াস চালিয়েছিল একটি মহল। সাধারণ শিক্ষকরা সে অপপ্রয়াসে সাড়া দেননি। শিক্ষকদের নিয়ে দলীয় রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে তারা ফিরে গিয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত দেশের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকসমাজ সরকারের সদিচ্ছা, সাধ্য ও আন্তরিকতার বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন। তারা স্কুল-কলেজে ধর্মঘটসহ তাদের অন্যান্য কর্মসূচী প্রত্যাহার করেছেন। আমরা তাদের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। আর আশা করি, তাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় এ তিন মাসে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ হবে।

এ কথা শিক্ষকরাও উপলব্ধি করেছেন যে শিক্ষা বিস্তারে সরকার আন্তরিক এবং শিক্ষকরাও তা চান। সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। সে কর্মসূচীর সুফল হিসাবে এবার ৯০ শতাংশ স্কুল গমনোপযোগী ছাত্র-ছাত্রী প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সরকার দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেছেন। তার পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন, যা সামাজিক উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে। এছাড়া ড্রপআউটের সংখ্যা হ্রাস করতে সরকার শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করেছেন, যা ইতিমধ্যেই ভাল ফল দিতে শুরু করেছে। শিক্ষকরাও চান শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। আমরা বিশ্বাস করি, এ সকল কর্মসূচী সফল করে তোলার জন্য তারাও একযোগে কাজ করে যাবেন। এছাড়া সরকার ও শিক্ষকদের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নেয়ার ফলে সে ভুল বোঝাবুঝিরও অবসান ঘটবে।